১. ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে আঙ্গিক মতবাদ ব্যাখ্যা করো।

আঙ্গিক মতবাদ অনুসারে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিক সম্পর্ক। আঙ্গিক মতবাদ প্রকৃতপক্ষে 'সামাজিক চুক্তি মতবাদে'র (Social Contract Theory) বিপরীত মতবাদ। সামাজিক চুক্তি মতবাদে বলা হয়, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বাহ্যিক বা যান্ত্রিক। যন্ত্রাংশের সঙ্গে সমগ্র যন্ত্রের যেমন সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কও তদ্রুপ। সমগ্র যন্ত্র যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরশীল হলেও যন্ত্রাংশ তার অস্তিত্বের জন্য যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়। সমাজও তেমনি ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সম্ভব না হলেও সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি থাকতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পৃষ্ঠপোষক। আঙ্গিক মতবাদে সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করে বলা হয় যে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, সমাজ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন। করা যায় না। এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বোঝানোর জন্যই আঙ্গিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকগণ বলেন, 'সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আঙ্গিক সম্পর্ক'। 'আঙ্গিক মতবাদও সামাজিক চুক্তি মতবাদের ন্যায় অতি প্রাচীন মতবাদ, যেখানে বলা হয় যে-সমাজ যেন এক অতিকায় জীবদেহ, যার গঠন কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ জীবদেহের মত এবং জীবদেহের মত যা উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও অরক্ষয়ের নিয়ম অনুসরণ করে চলে'।" বিবর্তনবাদী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (H. Spencer) লেসলি স্টিফেন (L. Stephen),জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্লুন্সি (Bluntschli) প্রমুখ।

আঙ্গিক মতবাদের সার কথা হল (cells) সঙ্গে যেমন সমগ্র দেহের সম্পর্ক, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজেরও তেমনি সম্পর্ক। কোষের অস্তিত্ব যেমন দেহের ওপর নির্ভরশীল, ব্যক্তির অস্তিত্বও তেমনি সমাজের ওপর নির্ভরশীল। দেহচ্যুত কোষ যেমন জীবিত থাকে না, সমাজচ্যুত ব্যক্তির পক্ষেও তেমনি বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কোষের ক্ষতিতে যেমন সমগ্র দেহের ক্ষতি হয়, তেমনি ব্যক্তির ক্ষতি হলে (যেমন- ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল হলে) সমাজেরও ক্ষতি হয়।

কাজেই, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক আঙ্কি সম্পর্কের অনুরূপ। এই মতবাদের অনেক উগ্র সমর্থক (যথা- ব্লুন্সিন্স) আবার মনে করেন যে, সমাজকে জীবদেহের 'অনুরূপ' না বলে 'জীবদেহ' বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত। সমাজ আসলে এক অতিকায় জীবদেহ। এঁদের মতে, 'ব্যক্তি হল সমাজদেহের কোষ, বিভিন্ন সংগঠন ও অনুষ্ঠান হল সমাজদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ'। এঁদের অনেকে আবার জীবদেহের মত সমাজদেহেরও মস্তিষ্ক, ফুসফুস্ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করেন এবং 'জীবদেহের মত সমাজদেহেরও জন্ম, যৌবন, বৃদ্ধি, বার্ধক্য ও মৃত্যুর কথা বলেন'।

১২. ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে ভাববাদী মতবাদ ব্যাখ্যা করো।

ভাববাদীদের (idealists) মতে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিকও নয়; সমাজের সঙ্গে

ব্যক্তির সম্পর্ক হল আত্মিক সম্পর্ক, আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। ব্যক্তির যেমন চেতনা আছে, সমাজেরও তেমনি চেতনা আছে। ব্যক্তি-মন যেমন আছে, সমাজ-মন বা গোষ্ঠী-মনও তেমনি আছে। অর্থাৎ অনেক ভাববাদী। দার্শনিকদের মতে, সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির ভিন্ন ভাবে সমাজের স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং ব্যক্তি মনের অতিরিক্তভাবে সমাজ-মন আছে। ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে সমাজ-চেতনার সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়, আঙ্গিক নয়, তা হল আত্মিক সম্পর্ক বা আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সমাজে বসবাস করে ব্যক্তি-চেতনা সমাজ-চেতনাকে উপলব্ধি করতে চায় এবং এই উপলব্ধিই হল ব্যক্তিজীবনের পরমার্থ।

প্লেটো (Plato), হেগেল (Hegel), গ্রীণ (Green), ব্রালে (Bradley), বোসাঙ্কে (Bosanquet) প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকগণ এঁদের মধ্যে জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতবাদই বেশী উল্লেখযোগ্য ।

হেগেলের মতে, জগতের পরমতত্ত্ব জড় (Matter) নয়, তা হল এক চিন্ময় সত্তা হেগেল এই পরমসত্তাকে কখনো বলেছেন 'পরমচৈতন্য' আবার কখনো বলেছেন 'পরমাত্মা' (Absolute Mind)। এই পরমতত্ত্বই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে (বাদ, প্রতিবাদ ও সম্বাদের) মধ্য দিয়ে, মধ্য দিয়ে এবং মানব-সমাজের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। সমাজ-চেতনা ঐ পরমতত্ত্ব পরমচৈতন্যেরই খণ্ড প্রকাশ, পরমাত্মারই খণ্ডিত অভিব্যক্তি। সমাজ-সমাজের বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠান, তাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, প্রশাসন, আইন-কানুন ইত্যাদি সবই এক পরমচৈতন্যের অভিব্যক্তিমাত্র। সমাজের অন্তর্গত মানুষের তাই অভীষ্ট হল, সমাজের মধ্য দিয়ে ঐ পরমচৈতন্যের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি সমাজের বাইরে থেকে সম্ভব হতে পারে না। সমাজের মত মনুষ্যচিন্তাও যে একই পরমচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ তা কেবল সমাজের মধ্যে থেকেই উপলব্ধি করা সম্ভব। ব্যক্তির এই উপলব্ধিকেই হেগেল 'পূর্ণতাপ্রাপ্তি' (perfection) বা 'আত্মোপলব্ধি' (Self-realisation) বলেছেন। সমাজসম্মত পথে সমাজের হিতসাধনের মধ্যেই ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি নিহিত। হেগেলের মতে, সমাজ হল এই জগতে ভগবৃৎশক্তির বা ভগবৎইচ্ছার (অর্থাৎ পরমতত্ত্ব পরমাত্মার) মূর্ত প্রকাশ এবং নৈতিক আদর্শের এক মূর্তরূপ। এজন্যই সমাজ হল ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষলাভের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। ব্যক্তির আত্মচেতনা ও সমাজচেতনা যে একই পরমচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ- এমন উপলব্ধির মধ্যেই ব্যক্তির 'পূর্ণতা' (perfection) নিহিত। এমন উপলব্ধি হলে, সমাজের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ অপনীত হয়, সমাজের সঙ্গে এক আত্মিক যোগ উপলব্ধ হয় এবং মানুষে মানুষে বিরোধ, স্বার্থসংঘাত ক্রমশই দূরীভূত হলে তারা প্রেম ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

হেগেলের মতে তাই সমাজ-বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়। সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে, স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করে এবং সমাজের স্বার্থে, পরার্থে আত্মনিয়োগ করে ব্যক্তিকে আত্মপোলব্ধি করতে হয়। ব্যক্তি-চেতনা ও সমাজ-চেতনা যদি একই পরম-চেতনার অভিব্যক্তি হয় তাহলে ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার কোন বিরোধ থাকতে পারে না। সমাজের নিয়মাবলী একই পরমচেতনা থেকে নির্গত হওয়ায় ব্যক্তির কাছে

ঐ সব নিয়ম বহিরাগত বা আরোপিত নয় এবং সেজন্য ব্যক্তির উচিত ঐ সব নিয়ম মান্য করে চলা। সহজ কথায়, হেগেলের মতে সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। সমাজকল্যাণই ব্যক্তির কল্যাণ+পরার্থে জীবন সমর্পিত হলে নিজস্বার্থও সিদ্ধ হয়। সমগ্রের মধ্যেই অংশ সত্য। সমগ্রের পুষ্টিসাধন হলে অংশেরও পুষ্টি সাধন হয়।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক সম্বন্ধে হেগেল তাঁর উপরোক্ত অভিমত একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবহ নৈতিক অনুজ্ঞা-বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন- 'ব্যক্তিত্বের সাধন কর' (Be a person)। মানুষের মধ্যে যেমন আছে (পশু-প্রবৃত্তিজনিত স্বাতন্ত্র্যবোধ (individuality), তেমনি আছে বিচারশক্তিজনিত ব্যক্তিত্ববোধ (personality)। স্বাতন্ত্র্যবোধে মানুষ সমাজ-বিচ্ছিন্ন, আত্মমগ্ন, স্বার্থপর একাকী ও নিঃসঙ্গরূপে কেবল 'ছেটি আমির' (lower self) সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে। ব্যক্তিত্ববোধে মানুষ তার সংকীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম ক'রে, ক্ষুদ্র আত্মস্বার্থ পরিত্যাগ ক'রে, সমাজের হিতে নিজেকে নিয়োজিত করে। সমাজে মধ্যে পরমচৈতন্যের অভিব্যক্তিকে উপলব্ধি করতে হলে তাই স্বাতন্ত্র্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিত্ববোধকেই জাগ্রত করতে হয়। মানুষের আসল পরিচয় তার ব্যক্তিত্ববোধে, স্বাতন্ত্র্যবোধে নয়; সাজুজ্যবোধে, বিচ্ছিন্নতাবোধে নয়। আধ্যাত্মিক পূর্ণতার জন্য তাই ব্যক্তিত্বের সাধন প্রয়োজন। সমাজচেতনার কাছে ব্যক্তিচেতনাকে সমর্পণ করাই হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সাধন। হেগেলকে অনুসরণ করে গ্রীন্ ব্র্যাডলি, বোসাঙ্কে প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকগণও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির অনুরূপ আধ্যাত্মিক সম্পর্কেরই উল্লেখ করেছেন।